দৈনিক ইনকিলাব

065

তারিখ 28 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

তিন মাস বন্যা সংক্রান্ত হলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় একলাখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের বাস্তব কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বন্যার কারণে প্রায় দু'মাস দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনিতেই বন্ধ ছিল। তারপর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামত না করায় সেখানে শিক্ষাদান কার্যক্রম আরো ৩/৪ মাস ধরে ব্যাহত হচ্ছে।

বটতলায় শিক্ষাদানের দিন বিগত হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে প্রাথমিক শিক্ষা যদিও বা কিছুটা প্রদান করা যায় উপযুক্ত ভবন ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান একেবারেই অসম্ভব। কারণ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী কক্ষ ছাড়াও গবেষণাগার, সাজ-সরঞ্জাম, পাঠাগার অপরিহার্য। অথচ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার কোনটার ছাদ উড়ে গেছে, কোনটার দেয়াল বা বেড়া ভেঙ্গে পড়েছে, কোনটার বা বিটি ছাড়া বাকী সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেগুলোর পূর্ণ সংস্কার কাজ এখনো হাতে নেয়া হয়নি।

সুষ্ঠু শিক্ষায়তন ছাড়া সুষ্ঠু লেখা-পড়া আশা করা যায় না। মফস্বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা এমনিতেই সঙ্গীন। বইপত্র, আসবাব এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে চক-ডাষ্টার পর্যন্ত প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বন্যা মোকাবেলা করাই যথেষ্ট নয়, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও সমান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারীভাবে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। তা সফল হলে বন্যা উত্তর কৃষি পূণর্বাসন কর্মসূচী ব্যর্থ হতো না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামত পুনঃ নির্মাণ কাজ হাতে নেয়ায় এত বিলম্ব ঘটতো না।

অর্থাভাবেই না-কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ। বন্যার ক্ষতি পোষাতে অযৌক্তিকভাবে লেভী আরোপ করে সোয়া দু'কোটি টাকা সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা আদায় করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে বৈকি। কিন্তু বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ পুনর্বিন্যাস করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে এত সময় লাগার কথা নয়। না-কি কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামতকে অগ্রাধিকার খাত বলে মনে করেন না।

বাজেট অপ্রত্যাশিত ও বিবিধ খাতে যে বরাদ্দ থাকে সেখান থেকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। বিদেশী ত্রাণ ও সাহায্যের অর্থ থেকে এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

কর্তৃপক্ষের উইচত ছিল বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্তের পর তা নিরুপণ করে সাম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে অর্থের সংস্থান এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনর্বাসন কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করা। অথচ সে কাজটিই দারুণভাবে অবহেলিত হয়েছে।

ভবিষ্যতে মফস্বলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ভবন নির্মাণে এগুলোর স্থায়িত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এমন ভবন নির্মাণ করা উচিত নয় যা সামান্য ঝড় কিংবা ছোট-খাটো বন্যার পানির তোড়েই ভেসে যায়। একবার ভবন নির্মাণ করে তিনবার মেরামত করার চেয়ে মজবুত ভবন নির্মাণ অধিক লাভজনক। এ জন্য যত না প্রয়োজন বরাদ্দ বৃদ্ধি, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন নির্মাণ কাজে সততা।

—মোজহারুল হক (বাবুল)